APR. 23 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

চাঁদা না দেয়ায় রাজধানীর স্কুল থেকে সন্ত্রাসীরা ছাত্রছাত্রী অপহরণের হুমকি দিয়েছে ॥ অভিভাবকরা আতঙ্কে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ চাঁদা না দেয়ায় সন্ত্রাসীরা রাজধানীর একটি স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী অপহরণের হুমকি দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের এই হুমকির পর অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। কর্তৃপক্ষ স্কুলের সবক'টি শাখায় অতিরিক্ত পাহারা বসিয়েছে। অভিভাবকরাও সন্তানদের ভিতরে পাঠিয়ে পাহারায় থাকছেন স্কুলের গেটের সামনে। পরিস্থিতি এমন হলেও থানায় কোন মামলা হয়নি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, স্কুল থেকে একটি ছাত্র অপহরণের পর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অন্য সূত্রগুলো বলেছে, মিরপুর এলাকার আরও অনেক স্কুলে এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, কিন্তু কেউ ভয়ে মুখ খুলছে না। রাজধানীর মিরপুরের পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত স্কুল হিসাবে

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

চাঁদা না দেয়ায়

(প্রথম পাতার পর)

পরিচিত মনিপুর হাইস্কুল। মিরপুর থানার আধা কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই এটির অবস্থান। তিনটি শাখা নিয়ে গড়ে ওঠা এই স্কুলে সাড়ে সাত হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য রয়েছে স্কুলের আলাদা আলাদা শাখা। দু'টি শাখা মিরপুর থানার পেছনে মনিপুর এলাকায় ও একটি শাখা রয়েছে প্রশিকা ভবনের অদূরে শিয়ালবাড়িতে। মনিপুরে গড়ে ওঠা স্কুলের বয়েজ শাখার বর্ধিতকরণ কা কিছুদিন যাবত শুরু হয়েছে। এই ভবনটি উঠাতেই শি ঘটেছে নানা বিপত্তি। স্কুলের একাধিক শিক্ষক অভিভাবক বলেছেন, ভবন নির্মাণের সময় স্থানী একদল সন্ত্রাসী সেখান থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দা করে। সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয় টাকা না দিলে একটি একা করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী অপহরণ করা হবে। হুমকির প সন্ত্রাসীরা স্কুলের কাছে কয়েক দিন অস্ত্র হাতে পাহারা দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের এই হামলার কথা রাষ্ট্র হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে। তবে এই আতঙ্ক সত্যি হয়ে যায় কয়েক দিন আগে শিয়ালবাড়ি শাখা থেকে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র অপহরণের পর।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্কুলের এক শিক্ষক বলেছেন, শিয়ালবাড়ি শাখার এক ছাত্র স্কুলে আসার পর বই রেখে বাইরে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। দিনভর সন্ত্রাসীর ডেরায় থাকার পর সন্ধ্যা বেলা সে মুক্তি পেয়ে বাড়ি চলে আসে। এই ঘটনার পর সে আর স্কুলে আসেনি। শিক্ষকরা তার পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছেন। কিন্তু সেই পরিবারটি তার সন্তানকে আর সেখানে পাঠাতে চাইছে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও পরিবারটির সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু পরিবারটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা চান না তাঁদের সন্তানের পরিণতি শিহাবের মতো হোক। এ কথা সকলের মুখে মুখে রটে গেছে, সে কারণেই এত আতঙ্ক।

সোমবার স্কুলের বালিকা শাখায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এই ঘটনা নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে সর্বত্র। দুপুরে স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে সেখানে পাওয়া যায়নি। বলা হয় তিনি অন্য শাখায় রয়েছেন। স্কুলের নিচের তলায় বেশ কয়েকজন মহিলা অভিভাবক বসে ছিলেন। তাঁদের কাছে এসব নিয়ে কথা বলতেই এক সঙ্গে মুখ খুলেন সবাই।

আলেয়া নামের এক মহিলা জানান, তাঁর মেয়ে এই স্কুলে [illegible] শ্রেণীতে পড়ে। তাকে নিয়ে তিনি রয়েছেন মহা আতঙ্কে। স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বলে দিয়েছেন, অভিভাবকরা যেন তাঁদের সন্তানদের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা ঘাটে কোন সমস্যা হলে তার দায় বহন করতে পারবেন না। এ জন্য নিজেদের সন্তানদের নিজেরাই পাহারা দিয়ে আনতে হবে।